দৈনিক ইনকিলাব

77

তারিখ ... AUG 09 1999 ...
পৃঃ ২ ... কলাম ৭

দেশবাসী বুকের রক্ত দিয়ে এ সরকারের মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্ত প্রতিহত করবে

মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশন-এর নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে চায়। দেশবাসী বুকের রক্ত দিয়ে হলেও মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্ত প্রতিহত করবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, কওমী মাদ্রাসাগুলো বন্ধের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় সরকার পুনরায় আলিয়া মাদ্রাসাগুলো বন্ধের চক্রান্ত শুরু করেছে। ২৫১টি মাদ্রাসার মঞ্জুরি বাতিল করে বেতন-ভাতা বন্ধের নোটিশ দেয়া হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে ২৫১টি মাদ্রাসা বন্ধের কালো আইন প্রত্যাহার করা না হলে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করা হবে। দেশের ২৫১টি মাদ্রাসা বন্ধের কালো আইন বাতিল এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সকল বৈষম্য দুর করার দাবীতে গতকাল পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশন আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখছিলেন। ছাত্র নেতা আব্দুস ছবুর মাতব্বরের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুফতী মোঃ ইলিয়াস, ইশা ছাত্র আন্দোলন নেতা নেছার উদ্দিন, এইচ এম

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবু তাহের খান, রেজাউল হক রেজা, আব্দুর রহমান ও কায়েসুজ্জামান। মুফতী ইলিয়াস বলেন, আওয়ামী সরকারের ফুৎকারে এদেশ থেকে কোরআনের আলো নেভানো যাবে না। মাদ্রাসা বন্ধের কালো আইন প্রত্যাহার করা না হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ করে রাখা হবে। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও করার লক্ষ্যে শিশুপার্ক এলাকায় পৌছলে পুলিশ মিছিলটিকে বাধা দেয়। পরে মিছিলকারীদের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে ১১ দফা সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপির দাবীসমূহ হচ্ছে–

দেশের ২৫১টি মাদ্রাসা মঞ্জুরী বাতিল করে বেতনভাতা বন্ধের যে নোটিশ দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করে অনতিবিলম্বে মাদ্রাসা বন্ধের কালো আইন বাতিল করতে হবে, অনতিবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় এবং অধিদফতর চালু করতে হবে, অবিলম্বে বিসিএসসহ শিক্ষা বৃত্তি, চাকরির সর্বস্তরে ফাজিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তরের মান প্রদানপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সার্কুলার জারি করতে হবে, দেশের মঞ্জুরীপ্রাপ্ত সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ঢাকায় এ্যফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক জাতীয় আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ১টি পৃথক টেক্সট বুক বোর্ড এবং প্রতি বিভাগে একটি করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের ১০০% বেতনভাতা এবং ৫০% বাড়ী ভাতাসহ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, সমতার ভিত্তিতে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাকে ডেভলপমেন্টের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, রেডিও-টিভিতে মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়াবলীর উপর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে, সরকারী মাদ্রাসাসমূহে সকল শূন্য কোঠায় শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে ও প্রতি বিভাগে কমপক্ষে একটি করে মাদ্রাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।